মিকেলেঞ্জেলো
জীবন ও কর্ম

আলেক্সান্দ্রা গ্রুমলিং

ভাষান্তর
অদিতি ফাল্গুনী

ঐতিহ্য

অনুবাদকের উৎসর্গ

সেবন্তী ঘোষ
ও
মাইনুল শাহিদ

শৈশব ১৪৭৫-১৪৯২

রেনেসাঁ বা *পুনরুজ্জীবনের দোলনা* খ্যাত নগরী ফ্লোরেন্সে মিকেলেঞ্জেলোর শৈল্পিক বিকাশ সাধিত হয়েছিল, যে শহর কিনা স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলায় অসামান্য সম্পদের অধিকারী ছিল। এই শহরেই তরুণ মিকেলেঞ্জেলো বুয়োনারোত্তি রেনেসাঁর শুরুর দিকের স্বনামধন্য শিল্পী মাসাচ্চিও এবং গিওত্তোর ফ্রেস্কোসমূহ প্রত্যক্ষভাবে স্টাডি করার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর, শহরজুড়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি এই শহরের শিল্প ও স্থাপত্যের ড্রয়িং করতেন– একজন তরুণ ফ্লোরেন্সীয় শিল্পীর জন্য এ এক অমূল্য অনুশীলন।

অল্পবয়সেই স্কুল ছাড়ার পর, মিকেলেঞ্জেলো, তার বাবার নিষেধ সত্ত্বেও, ফ্রেস্কো আঁকিয়ে দমেনিকো ঘির্লান্দাইয়োর ওয়ার্কশপে শিক্ষানবিশির কাজ শুরু করেন। ভাস্কর হবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মিকেলেঞ্জেলো, ক্ষমতাবান মেদিসি পরিবারের উদ্যানগুলো অধ্যয়ন করা শুরু করেন। উদ্যানের প্রাচীন মূর্তিগুলো তিনি নিবিড় মগ্নতায় লক্ষ করতেন। লরেঞ্জো দ্যু মেদিসি দ্রুতই মিকেলেঞ্জেলোর মেধা বুঝতে পারেন এবং তিনি মিকেলেঞ্জেলোকে তার গৃহে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। এভাবেই তিনি হয়ে ওঠেন মিকেলেঞ্জেলোর প্রথম পৃষ্ঠপোষক।

যৌবন

মিকেলেঞ্জেলোর ষোড়শ-শতকীয় দুই জীবনী-রচয়িতা গিওর্গিয়ো ভাসারি ও আস্কানিয়ো কনদিভি যখন অত্যন্ত কাব্যিক রীতিতে মিকেলেঞ্জেলোকে ফ্লোরেন্সদেশীয় শিল্পকলার জন্য উৎসর্গিত একজন *দিব্য প্রতিভাধর* শিল্পী

হিসেবে উল্লেখ করেছেন, বুয়োনারোত্তি পরিবারের নথিপত্রে জন্মস্থান ও সময়ের নিখুঁত তথ্যসহকারে মিকেলেঞ্জেলোর জন্মের বিষয়টি অত্যন্ত নিচু কণ্ঠে বর্ণনা করা হয়েছে। মিকেলেঞ্জেলো বুয়োনরোত্তি ১৪৭৫ সালের ৬ই মার্চ, আরেজ্জোর নিকটবর্তী ছোট্ট এক তুস্কানি গ্রাম কাপ্রিসে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা লোদোভিকো, একটি পুরনো এবং একদা বিত্তশালী একটি ফ্লোরেন্সীয় বণিক পরিবারের উত্তরসূরি, নগরের মেয়র ছিলেন।

মিকেলেঞ্জেলোর জন্মের পরপরই তার পরিবার ফ্লোরেন্সে তাদের শহরের বাসায় চলে যায় এবং শিশু মিকেলেঞ্জেলোকে সেত্তিগনানোর এক ধাইমার কাছে দেওয়া হয়। সেত্তিগনানো ছিল ফ্লোরেন্সের নিকটবর্তী একটি ছোট শহর, যেখানে মানুষের প্রধান বৃত্তি ছিল খনি হতে মার্বেল উত্তোলন এবং মার্বেলের কাজ করা। একজন পাথর-মিস্ত্রির স্ত্রীর কাছে স্তন্যদানের জন্য মিকেলেঞ্জেলোকে দেওয়া হয়েছিল বলে পরবর্তী জীবনে শিল্পী এই বলে ঠাট্টা করতেন যে তার ধাইমার দুধ হতেই তিনি পেয়েছিলেন ভাস্কর পেশার প্রতি প্রেম। তার শৈশব ছিল সেত্তিগনানো শহরে বুয়োনারোত্তিদের ছোট্ট খামারবাড়ি ও ফ্লোরেন্সে তাদের নাগরিক বাসায় দু'পর্বে বিভক্ত।

মিকেলেঞ্জেলোর বয়স যখন ছয়, তার মা ছয় পুত্র সন্তানকে রেখে মারা গেলেন। ভাইদের সাথে মিকেলেঞ্জেলোর ঘন ঘন পত্রালাপ থেকে জানা যায় যে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি তার পরিবারের সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন এবং ভাইদের তিনি যে মুহূর্ত থেকে অর্থ উপার্জন করা শুরু করেন, সেইক্ষণ থেকেই সাহায্য করা শুরু করেন। নিজে তিনি সারাজীবন অত্যন্ত মিতব্যয়ীভাবে জীবনযাপন করেছেন।

ফ্লোরেন্সে শিল্পীর পরিবার বাস করত নগরীর পূর্বাংশে সান্তা ক্রোজ গির্জার পাশে। মিকেলেঞ্জেলো পরবর্তী সময়ে সেখানে একটি ঘর কেনেন এবং বর্তমানে এই *কাসা বুয়োনারোত্তি* একটি জাদুঘর যেখানে শিল্পীর গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ প্রদর্শিত হয়। ১৮৫৮ সালে বুয়োনারোত্তি পরিবারের শেষ বংশধরের মৃত্যুর পরে নগরীতে থেকে যাওয়া এই ভবনটিতেই বর্তমানে *ইনস্টিটিউট ফর মিকেলেঞ্জেলো স্টাডিজের* কাজকর্ম চলছে।

ফ্লোরেন্স নগরীর শৈল্পিক প্রাচুর্য নিশ্চিতভাবেই তরুণ মিকেলেঞ্জেলোর উপর তীব্র সম্মোহ বিস্তারে সক্ষম হয়। তার জীবনীকাররা জানাচ্ছেন যে

বালক বয়সে স্কুলের রুটিনমাফিক পড়াশোনার বদলে মিকেলেঞ্জেলো ড্রয়িং করা অথবা শিল্পীদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসতেন।

শিক্ষা

শুরুতে, লোদেভিকো বুয়োনারোত্তি তার ছেলেদের শৈল্পিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়টি তেমন বুঝতে চাইতেন না। অভিজাত শ্রেণিতে অধিষ্ঠানের কারণে বুয়োনারোত্তি পরিবার তাদের জীবনের মর্যাদার সাথে শিল্পীর পেশাকে সংগতিপূর্ণ মনে করতেন না। পনেরো শতকে, আঁকিয়ে ও ভাস্করদের নিতান্ত কারিগর শ্রেণির বেশি কিছু ভাবা হতো না এবং তারা কারিগর শ্রেণির সাথে একই সংঘের সদস্য হতেন। যেহেতু শিল্পীদের জন্য আলাদা কোনো সংঘ ছিল না, তাদের ওষুধ প্রস্তুতকারী, চিকিৎসক এবং দোকানিদের সাথে একই সংঘের সভ্য হতে হতো। ভাস্করদের স্বর্ণকারদের সংঘে যোগ দিতে হতো। ষোড়শ শতকের আগ অবধি শিল্পীদের মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থানের কোনো হেরফের হয়নি এবং ষোড়শ শতকের এই পালাবদলে মিকেলেঞ্জেলোর আবেগপূর্ণ নিবেদন ও বিস্ময়কর সৃজনশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। দ্রুতই শিল্পী ও ভাস্করদের শুধুমাত্র কৌশলগত দক্ষতা নয়, শিল্পের পৃষ্ঠপোষকরা বরং শিল্পীদের নিজস্বতাকেও সম্মান করতে শেখেন।

মিকেলেঞ্জেলোর বয়স যখন ১৩, মিকেলেঞ্জেলো স্বনামখ্যাত ফ্লোরেন্সীয় ফ্রেস্কো চিত্রকর দমেনিকো ঘির্লান্দাইয়ো (১৪৪৯-১৪৯৪)-এর শিক্ষানবিশ হন।

যদিও শিক্ষানবিশি পর্বটি ছিল তিন বছরের হিসেবে, তিনি মাত্র ১২ মাস পরেই ছেড়ে দেন। সমসাময়িকদের মতে, মিকেলেঞ্জেলোর ড্রয়িংগুলো দ্রুতই তার শিক্ষকের ড্রয়িংসমূহকে ছাড়িয়ে যেতে শুরু করেছিল এবং শিল্পীর তরুণ বয়সে আঁকা ছবিগুলোই তার ক্ষণজন্মা প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে।

যেহেতু ঘির্লান্দাইয়ো সেসময় ফ্লোরেন্সের ধনাঢ্য তোর্নাবুয়্যোনি পরিবারের জন্য একটি স্মারক ম্যুরাল সিরিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, মিকেলেঞ্জেলো তার কাছ হতে ফ্রেস্কো পেইন্টিংয়ের মূল দিকগুলো আয়ত্ত

করতে সমর্থ হন। এই দক্ষতা তার পরবর্তী কর্মজীবনে জরুরি হিসেবে বিবেচিত হয়। ফ্রেস্কোর কৌশলের সাথে বৃহদ-পরিসর কম্পোজিশনসমূহ সহজেই সংগতিপূর্ণ হতো, যাতে ভেজা, প্লাস্টারের ওপর রঞ্জক মেশানো হতো।

শিক্ষানবিশির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল অবশ্য অঙ্কন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ছাত্ররা মানবদেহ ও স্পেসের প্রতিনিধিত্ব স্টাডি করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করত। পনেরো শতকের উদ্ভাবনা হলো ছবির পারেস্পক্টিভের বিজ্ঞান ও অ্যানাটমি বা শরীর সংস্থাপনবিদ্যা যা শৈল্পিক উৎসাহের তীক্ষ্ণ ফোকাস বা সম্পাতক্ষেত্র হিসেবেই বিবেচিত হতো।

স্যান মার্কোর উদ্যানমণ্ডলী

মেদিসি পরিবার কর্তৃক মিকেলেঞ্জেলোকে প্রদর্শিত আনুকূল্য ছিল শিল্পীর জন্য এক বিরল সম্মাননা। স্যান মার্কোর যাজকালয়ের পাশে নগরীর শাসনকর্তা লরেঞ্জো দ্যু মেদিসির উদ্যানে প্রাচীন শিল্পকর্মের দুর্লভ সংগ্রহ দেখার ক্ষমতাই শুধু তিনি অর্জন করলেন না, বরং মেদিসি পরিবারের এক অতিথিও হয়ে উঠলেন তিনি।

স্যান মার্কো উদ্যানে অবশ্য প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে তেমন কোনো আর্ট স্কুল ছিল না। তবে, প্রতিভাধর তরুণ শিল্পীরা ধ্রুপদী গ্রিস ও রোমের ভাস্কর্যসমূহ অধ্যয়ন করতে পারতেন। দমেনিকো ঘির্লাইন্দিয়োর ওয়ার্কশপ ছাড়ার সময় থেকে মিকেলেঞ্জেলো ও তার বন্ধু ফ্রান্সিসকো গ্রানাচ্চি এক মনোনীত গোষ্ঠীর সদস্য হন। বার্তোলদো দ্যু গিওভান্নি, দোনাতেল্লো নাম্নী প্রখ্যাত ভাস্করের প্রাক্তন সহযোগী এই উদ্যান দেখাশোনা করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি এই তরুণ শিল্পীদের ভাস্কর্যের নানা কৃৎকৌশলগত দিক সম্পর্কে শিক্ষা দান করেন এবং একইসাথে তাদেরকে নিজ শহরের অবিশ্বাস্য শৈল্পিক ঐতিহ্যের ব্যাপারে অবহিত করেন। প্রাচীন নানা ভাস্কর্যে পরিপূর্ণ এই উদ্যানের সম্মোহক পরিবেশে ও তরুণ, প্রতিভাধর শিল্পীগণ তাদের নিজস্ব অধ্যয়ন পিপাসা মেটাতে সক্ষম হতেন।

মেদিসি সভার অংশ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিদ্বজ্জনের সঙ্গে মিকেলেঞ্জেলোর বৌদ্ধিক বিকাশকে উদ্দীপিত করেছিল। তার প্রথম ভাস্কর্যশিল্পগত কাজ—

দ্য ম্যাডোনা অব দ্য স্টেয়ার্স বা *সিঁড়ির ম্যাডোনা* এবং *দ্য ব্যটল অব দ্য সেন্টোরস* বা *অশ্বমানবদের যুদ্ধ* এই অতুলনীয় বৌদ্ধিক ও শৈল্পিক পরিবেশের স্বাক্ষর।

ফ্লোরেন্স, মেদিসি এবং মানবতাবাদ

ফ্লোরেন্স হলো বড় অন্তরের মানুষদের জন্মভূমি। তারা যেকাজেই হাত বাড়ায়, অনায়াসেই তারা তাদের উদ্যমের ক্ষেত্রটিতে অন্য সবাইকে ছাপিয়ে যায় সৈন্য, রাজনীতিবিদ, পণ্ডিত, দার্শনিক অথবা বণিক হিসেবে : লিওনার্দো ব্রুনি (১৩৭৯-১৪৪৪)

১৫ শতকে ফ্লোরেন্স ছিল ইয়োরোপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র। এর শাসনকর্তা মেদিসি পরিবারের সম্পদ ছিল ব্যাংক ও বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। কসিমো দ্যু মেদিসি (১৩৮৯-১৪৬৪), যাকে পরবর্তী সময়ে ডাকা হতো *ইল ভেচ্চিয়ো* (জ্যেষ্ঠতর), ছিলেন তার পিতার বিশাল সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী এবং তার বাবার ব্যাংকিং ব্যবসা বিশালায়তনে বাড়ানোর পরে তিনি তার যুগের অন্যতম ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হন।

যদিও নগররাষ্ট্র ফ্লোরেন্স প্রজাতন্ত্র হিসেবে পরিচিত ছিল, ক্ষমতা আসলে ছিল অল্প কিছু প্রভাবশালী পরিবারের হাতে, বিশেষত মেদিসি পরিবারের হাতে। মেদিসিগণ কয়েক পুরুষ ধরে ছিলেন নগরীর প্রকৃত শাসনকর্তা। বিশ্বস্ত মানুষদের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলোতে বসাতে তারা সক্ষম হয়েছিলেন এবং এভাবেই তারা তাদের পারিবারিক শাসন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তবে, ক্ষমতার পূর্ণ আমেজ ধরে রাখতে হলে কিছু রসজ্ঞ, শিল্পকলার সমঝদারও প্রয়োজন ছিল। কসিমো দ্য এল্ডার, যিনি গ্রিক ভাষা শিখেছিলেন, প্রাচীন গ্রন্থাদির পাঠকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং বড় বড় পাঠাগার স্থাপন করেছিলেন। এবংবিধ কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে, তিনি সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক আন্দোলনে একটি সিদ্ধান্তসূচক ভূমিকা রাখেন, যা পরবর্তী সময়ে মানবতাবাদ নামে পরিচিত হয়।

মানবতাবাদ ফ্লোরেন্সে মধ্য ১৪ শতক থেকে গড়ে উঠেছিল ব্যাপকমাত্রায় ধ্রুপদী শিল্প, সাহিত্য এবং চিন্তা থেকে ধার নিয়ে। ধ্রুপদী লেখকদের সাহিত্যিক আদর্শ হিসেবে ধরা হয়েছিল এবং ল্যাটিন ও গ্রিক পাঠের জন্য বিশেষভাবে আগ্রহ যোগানো হয়েছিল।

এটা বিশ্বাস করা হয়েছিল যে ধ্রুপদী সংস্কৃতি সমসাময়িক সংস্কৃতি হতে উন্নততর এবং এই ধ্রুপদী সংস্কৃতির উচ্চাঙ্গ মাত্রা কেবলমাত্র সেই সংস্কৃতির অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব।

ফ্লোরেন্সের সাংস্কৃতিক শিখরবিন্দু স্পর্শিত হয়েছিল কসিমোর পৌত্র লরেঞ্জো দ্যু মেদিসির শাসনামলে (১৪৪৯-১৪৯২)। দুরারোগ্য বাত-ব্যাধিতে আক্রান্ত পিতার অকাল মৃত্যুর পর মাত্র বিশ বছর বয়সে লরেঞ্জো দ্যু মেদিসি শাসনভার নেন। যদিও ধারাবাহিক রাজনৈতিক সংকট এবং মেদিসি ব্যাংক-এর ধারাবাহিক পতনের পরও লরেঞ্জোর শাসনামলেই তার পরিবারের ক্ষমতারোহণের সূচনা হয়।

পূর্বপুরুষদের মতোই, লরেঞ্জো, দ্যু মেদিসিরও শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে খ্যাতি ছিল। তবে, তিনি তাদের মতো শিল্পকর্মের বড় ক্রেতা ছিলেন না। বরং একজন রাষ্ট্রনায়ক, পণ্ডিত এবং কবি হিসেবে তার কাজ অভিজাত সমাজের অন্যদের উদ্বুদ্ধ করেছিল প্রধান পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা পালন করতে। ফলাফল হলো শিল্পকলা, সাহিত্য এবং পাণ্ডিত্যের পুষ্পবিকাশ যা সমসাময়িকেরা পর্যন্ত স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।

লরেঞ্জোর মূল আগ্রহ ছিল কবিতা ও মানবতাবাদী অধ্যয়নে। এবং প্রায়ই তিনি তার পিতামহ কসিমো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্বৎসভার বিতর্কে অংশ নিতেন। পিতামহ কসিমো প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্বৎসভায় ইতালির কিছু শীর্ষস্থানীয় মানবতাবাদী ছিলেন।

লরেঞ্জোর শিক্ষক ছিলেন দার্শনিক ও চিকিৎসক মার্সিলিয়ো ফিসিনো, গ্রিক ও ল্যাটিনের বিশিষ্ট পণ্ডিত, যাকে কসিমো গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর রচনাবলি পড়তে দিয়েছিলেন। এই, দুরূহ কাজ শেষ করতে তার দশ বছর লেগেছিল।

ফিসোনোর ছাত্র গিওভান্নি পিকো দেল্লা মিরান্দোলা আরবি ও হিব্রু ভাষা জানতেন এবং নিজেকে প্রাচ্যদেশীয় লেখা পত্র পড়ার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন।

ভাষাবিদ ও সাহিত্যজ্ঞ ক্রিস্টোফোরো ল্যান্দিনো ভার্জিল, হোরেস ও *প্লিনি দ্য ইয়ঙ্গার*-এর মতো প্রাচীন ল্যাটিন লেখকদের জনপ্রিয় করেন। তিনি দান্তে আলিঘিয়েরির মহাকব্যিক কবিতা *দ্য ডিভাইন কমেডি*র উপর একটি টীকাভাষ্যও রচনা করেন যা ফ্লোরেন্সে প্রথম ১৪৮১ সালে প্রকাশিত হয়।

কবি অ্যাঞ্জেলো পলিজিয়ানো লরেঞ্জোর সন্তানদের শিক্ষক ছিলেন এবং মেদিসির সম্মানে তার অনেকগুলো বিখ্যাত কবিতা রচনা করে দিয়েছিলেন।

মেদিসিদের পৃষ্ঠপোষকতা ধ্রুপদী শিল্প ও সাহিত্যের পঠনকে একটি গতিবেগ দিয়েছিল। এই অনুপ্রেরণা ছাড়া মিকেলেঞ্জেলোর প্রাথমিক কর্মাদি যেমন *ব্যাটল অব দ্য সেন্টোরস এবং ব্যাক্কাস* (পৃষ্ঠা ১২ ও ২১), সম্ভব হতো না।

ফ্লোরেন্স হতে পলায়ন (১৪৯৪-১৫০১)

১৪৯২ সালে লরেঞ্জো দ্যু মেদিসির মৃত্যুর পর, তার ছেলে পিয়েরো ক্ষমতায় এলেন। পিয়েরো, অবশ্য মৌলবাদী ডমিনিকান সন্ত গিরোলামো সাভানরোল্লার ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিহত করতে সক্ষম হননি, সক্ষম হননি তিনি ১৪৯৪ সালে অষ্টম চার্লসের নেতৃত্বাধীন ফরাসি বাহিনীর অভিযান ঠেকাতে। শেষে উন্মত্ত জনতার দ্বারা তিনি ফ্লোরেন্স হতে বিতাড়িত হন।

মেদিসিদের অনুগ্রহভাজন হিসেবে, মিকেলেঞ্জেলো নিজেও বিপদে পড়েন। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার অল্প আগেই ১৯ বছর বয়সী তরুণ শিল্পী তার শহর ছেড়ে পালিয়ে যান। সাভানরোল্লা ও তার অনুসারীরা ক্ষমতায় আরোহণ করেন, যারা ছিলেন বিদ্যাচর্চা বিশেষত শিল্পকলার বিরোধী।

মিকেলেঞ্জেলো প্রথম চলে যান বোলোনায়। এক বছর পরে তিনি ফ্লোরেন্সে ফেরেন। তারপরই তিনি রোমে তার প্রথম যাত্রা করেন, যে নগরীতে জীবনের বাকি দিনগুলো তাকে কাটাতে হয়েছে।

বোলোনা

মিকেলেঞ্জেলো যখন প্রথম উপদ্রুত শহর ফ্লোরেন্স হতে বোলোনায় প্রবেশ করেন, তিনি যখন দরিদ্র ছিলেন, তবে প্রাণশক্তি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ ছিলেন। অভিজাত জিয়ানফ্রান্সেসকো আলদোভ্রান্দির সাথে তিনি বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন যিনি পরে এই তরুণ শিল্পীকে পরবর্তী বছরে তার বাড়িতে নিয়ে যান। এই দুজন শুধু শিল্পকলা নয়, বরং সাহিত্যানুরাগের বন্ধনেও বাঁধা পড়েছিলেন। মিকেলেঞ্জেলো তার বোলোনিজ বান্ধবকে রেনেসাঁর তিন প্রধান তুস্কানি কবি দান্তে আলিঘিয়েরি, গিওভান্নি বোকাচ্চিও এবং ফ্রান্সেকো পেত্রার্ক-এর রচনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এই তিন বর্ণাঢ্য কবির কাজের প্রভাব দেখা যায় মিকেলেঞ্জেলোর নিজের কাজে। তার প্রথম কবিতাগুলো, কয়েক বছর পরে লেখা, এই তিন কবি– বিশেষত পেত্রার্কের কাজের দ্বারা প্রভাবিত।

মিকেলেঞ্জেলো নগর পরিষদের সদস্য ও প্রভাবশালী আলদোভ্রান্দির কাছ হতে প্রথম পাবলিক কমিশন অর্জন করেন। তার কাজ ছিল ডমিনিকান মতবাদের স্রষ্টা সেন্ট ডমিনিকোর স্মৃতিসৌধের জন্য সজ্জা অলঙ্করণ।

মহৎ তুস্কানি ভাস্কর নিকোলাস পিসানোর (১২৫৮-৮৪ অবধি সক্রিয়) ও তার ওয়ার্কশপের শিল্পীদের অলঙ্করণযুক্ত এই জমকালো স্মৃতিসৌধের কাজ ১৩ শতকে শুরু হয়েছিল। মিকেলেঞ্জেলোর ছাত্র এবং জীবনীকার আস্কানিয়ো কন্দিভি, মিকেলেঞ্জেলো নিজেও নির্মাণ করেন *মোমদানি হাতে দেবদূত ও সেন্ট পেট্রোনিয়াসের* মূর্তি। মিকেলেঞ্জেলো শহরের নেতা এবং আর্চবিশপকে নগরের একটি ছোট মডেলও উপহার দেন। এই মডেলে অভিজাতদের গড়া বাড়ির মতো ছোট ছোট ব্লক এবং শহরের মতো একজোড়া লম্বা মিনারও উপহার দেন।

একটি প্রাচীন সূত্রমতে মিকেলেঞ্জেলো আর একটি মূর্তি গড়েছেন। সেটা হলো *সেন্ট প্রক্লস*-এর মূর্তি। এটি নিঃসন্দেহে তীব্রভাবে কুঞ্চিত ভ্রূ এবং ইংরেজি 'এস' আকৃতি শরীরের বাঁক ভেতরের এমন শক্তি ও অস্থিরতা প্রকাশ করে যা মিকেলেঞ্জেলোর ক্ষমতার সাথে সাজুয্যপূর্ণ। যাহোক, পরবর্তী জীবনে মিকেলেঞ্জেলোর করা অমর কাজগুলোর প্রেক্ষিতে সেন্ট ডমিনিকো সৌধের ফিগারগুলো ক্ষুদ্র ও ব্যঞ্জনাহীন। যাহোক,